বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ
কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, ২০১৫

বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ ভবন
১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

F:\BIWTA\CPF\GPF\Constitution 4.doc

বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, ২০১৫

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ।**

(১) এই বিধিমালা বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা নিম্নবর্ণিত কর্মচারী ব্যতিত কর্তৃপক্ষের সকল সার্বক্ষনিক কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথাঃ-

ক) প্রেষণে নিয়োজিত কর্মচারী;

খ) সম্পূর্ণ অস্থায়ী, খন্ডকালীন, দৈনিক বা চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারী;

গ) অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীগণ যদি পুনঃ চাকুরী প্রাপ্ত হন।

ঘ) কর্তৃপক্ষের যে সমস্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের চাঁদাদাতা হিসাবে চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিয়াছেন।

(৩) ইহা নভেম্বর ১২, ২০১৪ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা ।**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই তহবিলে–

(ক) **'তহবিল'**- অর্থ তহবিল গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ ক্রমিক নং- ৩ এর অধিনে গঠিত বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল।

(খ) **"অধ্যাদেশ"** অর্থ Bangladesh Inland Water Transport Authority Ordinance, ১৯৫৮ (Ordinance No. LXXV of ১৯৫৮);

(গ) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ অধ্যাদেশ এর Section ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Inland Water Transport Authority;

(ঘ) **ট্রাস্টি বোর্ড'**- অর্থ অত্র তহবিলের বিধি-৮ অনুযায়ী গঠিত বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল ট্রাস্টি বোর্ড;

(ঙ) **'কর্মচারী'**- অর্থ বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ কর্মচারী (অবসর ও অবসরজনিত সুবিধাদি) বিধিমালা ২০১৪ এর অধীনে প্রদেয় সুবিধাদি গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশকারী সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ;

(চ) **'চাঁদা দাতা'**- এই বিধির অধীনে গঠিত সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী;

(ছ) **'চাকুরীর ধারাবাহিকতা'**- অর্থ কর্তৃপক্ষের চাকুরীর ধারাবাহিকতা। এই ধারাবাহিকতা সংশ্লিষ্ট সদস্যের চাকুরীকালীন সময়ে অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ও সকল প্রকার অনুমোদিত ছুটির দ্বারা ভঙ্গ হইবে না। তবে কর্মচারীর ব্যক্তিগত অপরাধ জনিত কারণে এই ধারাবাহিকতা নষ্ট হইতে পারে;

(জ) **'বেতন'**- অর্থ স্থায়ী ভাবে কোন পদে অধিষ্ঠিত কোন কর্মচারীর বর্ষ পঞ্জিকা অনুযায়ী মাসিক ভাবে অর্জিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় পারিশ্রমিক বা বেতন বা বিশেষ বেতন বা অন্য কোন পারিশ্রমিক বা বেতন বুঝায়। কিন্তু এই বেতনের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত ভাতা, অফিসিয়েটিং ভাতা, মহার্ঘভাতা, বোনাস ইত্যাদি আর্থিক সুবিধাদি অন্ত র্ভুক্ত হইবে না;

(ঝ) **'সম্পাদক'**- অর্থ এই তহবিলের অধীনে নিযুক্ত সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সম্পাদক;

(ঞ) **'সন্তান'** অর্থ বৈধ সন্তান;

(১) পালক সন্তান তখনই সন্তান হিসাবে বিবেচিত হইবে যখন গভঃসলিসিটর এই মর্মে পরিতুষ্ট হন যে, চাঁদাদাতার পারসন্যাল ল' অনুসারে পালক সন্তান গ্রহণকে স্বীকৃতি প্রদান পূর্বক প্রকৃত সন্তানের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। তবে শর্ত থাকে যে, মুসলিম আইনে পালক সন্তান স্বীকৃত নয় বিধায় মুসলমান কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পালক সন্তান গ্রহণের সুযোগ নাই। হিন্দু আইনে কেবল পুত্রসন্তান পালক সন্তান হিসাবে গ্রহণ করা যায়। তবে এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণপূর্বক পালক সন্তান গ্রহণ করিতে হয়;

(২) পালক সন্তান পালক পিতার সন্তান হিসাবে পালক পিতার পরিবারের অন্তর্ভূক্ত হইবে এবং প্রকৃত পিতার পরিবারের সদস্য থাকিবে না। অর্থাৎ পালক সন্তান পালক পিতার ভবিষ্য তহবিলের সুবিধাদি পাইবেন, সে প্রকৃত পিতার ভবিষ্য তহবিলের সুবিধাদি পাইবেন না;

(ট) **'বছর'** বলিতে অর্থ বৎসরকে বুঝাইবে;

(ঠ) **'ছুটি'** অর্থ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯০ অনুযায়ী স্বীকৃত যে কোন প্রকার ছুটি;

(ড) **'পরিবার'** অর্থ-

(১) পুরুষ চাঁদাদাতার ক্ষেত্রে চাঁদাদাতার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তানগণ, এবং চাঁদাদাতার মৃতপুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তানগণ:

তবে চাঁদাদাতা যদি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে তাহার স্ত্রী আইনগতভাবে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত বা সামাজিক প্রথা অনুযায়ী খোরপোষ পাওয়ার অধিকারী নন, তাহা হইলে তিনি এই বিধির আওতায় চাঁদাদাতার পরিবারের সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন না, যদিনা চাঁদাদাতা পরবর্তী পর্যায়ে ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট লিখিত নোটিশের মাধ্যমে উক্ত স্ত্রীকে পরিবারভুক্ত করার বিষয়টি অবহিত করেন;

(২) মহিলা চাঁদাদাতার ক্ষেত্রে স্বামী ও সন্তানগণ, এবং চাঁদাদাতার মৃতপুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তানগণ; তবে চাঁদাদাতা যদি ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট লিখিত নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে তাহার স্বামীকে পরিবারের সদস্যবহির্ভূত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে তাহার স্বামী এই বিধমালার আওতায় তাৎক্ষনিকভাবে তাহার পরিবারের সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন না, যদি না চাঁদাদাতা পরবর্তী পর্যায়ে স্বামীকে বহির্ভূতকরণ সংক্রান্ত তাহার পূর্বপ্রদত্ত নোটিশ লিখিতভাবে বাতিল করেন;

(ঢ) **"তফসিল"** অর্থ এই বিধির কোন তফসিল;

(ণ) **"ফরম"** অর্থ এই বিধিতে বর্ণিত কোন ফরম;

(ত) **"যথাযথ কর্তৃপক্ষ"** অর্থ এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(থ) **"সদস্য"** অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের কোন সদস্য;

(দ) **"সভাপতি"** অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি; এবং

(ধ) **"নির্ভরশীল ব্যক্তি"** অর্থ পরিবারের সদস্য, যথা- স্বামী/স্ত্রী, সন্তান, মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী ও সন্তান, পিতা-মাতা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভাই, অবিবাহিত বোন, পিতা মাতার অবর্তমানে দাদা দাদী।

৩। **তহবিল গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ।**

এই বিধির অধীন কর্মচারীগণকে ভবিষ্য তহবিলের সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্ন বর্ণিত উৎস সমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয়ে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে, যথাঃ- বিধির

(ক) কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সরকারের রাজস্বখাত হইতে এখাতের জন্য Endowment Fund হিসাবে এককালীন প্রাপ্ত অর্থ।

(খ) কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে সময় সময় তহবিলে প্রদত্ত মঞ্জুরী।

(গ) কর্তৃপক্ষের কর্মচারীগণ কর্তৃক তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা।

(ঘ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে অর্জিত আয়: এবং

(ঙ) অন্য কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত আয়।

তহবিল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে টাকায় রক্ষিত হইবে। তহবিলের সঞ্চিত অর্থও কেবল টাকায় প্রদেয় হইবে।

৪। **তহবিলের চাঁদাদাতা।**

(ক) বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের অধীনে নিয়মিত চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে যে কোন কর্মচারী অত্র তহবিলের চাঁদাদাতা হিসাবে চাঁদা প্রদানের যোগ্য বিবেচিত হইবেন।

(খ) প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে যোগদানের অনুমতিপ্রাপ্ত নয় এমন সকল কর্মকর্তা কর্মচারীগণ সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে যোগদানেরযোগ্য।

(গ) কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে বহাল থাকাকালীন অবস্থায় অত্র তহবিলের কোন চাঁদাদাতা তহবিলের চাঁদা প্রদান প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না।

(ঘ) কোন কর্মচারী কর্তৃপক্ষের চাকুরীচ্যুত হইলে সংশ্লিষ্ট চাঁদাদাতার তহবিলে চাঁদা প্রদানের যোগ্যতা স্বাভাবিক ভাবে বাতিল হইয়া যাইবে।

(ঙ) অবসর গ্রহণের পর চুক্তিভিত্তিক পুনঃনিয়োগ প্রাপ্ত কর্মচারী স্বেচ্ছাধীন চাঁদাদাতা হিসাবে তহবিলে যোগদান করিতে পারিবেন।

(চ) তহবিলে যোগদানের যোগ্য যে সকল কর্মচারী এই প্রবিধানমালা বলবৎ হওয়ার পূর্বে ধারাবাহিকতাক্রমে চাকুরীতে নিয়োজিত রহিয়াছে এবং যে সকল কর্মচারীর চাকুরীকাল ধারাবাহিকতাক্রমে ন্যূনতম দুই বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, তাহারা বাধ্যতামূলক চাঁদাদাতা হিসাবে এই তহবিলে যোগদান করিবেন; এবং

(ছ) তহবিলে যোগদানের যোগ্য যেসকল কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ এই বিধিমালা বলবৎ হওয়ার পূর্বে ধারাবহিকতাক্রমে দুই বৎসর পূর্ণ হয় নাই এবং যাহারা এই তহবিল কার্যকর হওয়ার সময় বা পরে চাকরিতে প্রবেশ করিবেন, তাহারা চাকরির মেয়াদ ধারাবহিকতাক্রমে দুই বৎসর পূর্ণ হইলে বাধ্যতামূলক চাঁদাদাতা হিসাবে তহবিলে যোগদান করিবেন। তবে একজন কর্মচারী ইচ্ছা করিলে দুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেও তহবিলে যোগদান করিতে পারিবেন এবং ৫২ বৎসর বয়সে উপনীত হইলে তহবিলে চাঁদা প্রদান বন্ধ করিতে পারিবেন।

৫। **মনোনয়ন।**

(১) প্রত্যেক চাঁদাদাতা তহবিলে যোগদানের সময় তাহার মৃত্যুতে তহবিলে সঞ্চিত অর্থ প্রদেয় হওয়ার পূর্বে বা প্রদেয় হওয়ার পর প্রদান না করার ক্ষেত্রে, তাহা গ্রহণের অধিকার প্রদান করিয়া এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিবেন এবং উক্ত মনোনয়নপত্র ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন।

তবে মনোনয়ন দানের সময় চাঁদাদাতার কোন পরিবার থাকিলে চাঁদাদাতা তাহার পরিবারের সদস্য নয়, এমন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে মনোনয়ন করিতে পারিবেন না:

আরো শর্ত থাকে যে, যদি কোন চাঁদাদাতার কোন পরিবার না থাকে, তবে তিনি অন্য যে কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত চাঁদাদাতার পরিবার হওয়ার সংগে সংগে ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট প্রেরিত উক্ত পূর্ব মনোনয়ন তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল হইয়া যাইবে।

(২) উপবিধি-(১) এর অধীনে চাঁদাদাতা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন করিলে, তহবিলে যে কোন সময়ে সঞ্চিত সমুদয় অর্থকে অন্তর্ভূক্ত করে এইরূপ পদ্ধতিতে মনোনয়নপত্রে প্রত্যেক মনোনীত ব্যক্তিকে প্রাপ্য অংশ নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

(৩) ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ফরম মোতাবেক প্রতিটি মনোনয়ন প্রদান করিতে হইবে।

(৪) চাঁদাদাতা ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট লিখিত নোটিশ প্রেরণের মাধ্যমে যে কোন সময় মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন। তবে, চাঁদাদাতা এইরূপ নোটিশের সহিত উপবিধি- (১) হইতে (৩) এর বিধানমতে নতুন মনোনয়নপত্র প্রদান করিবেন।

(৫) প্রত্যেকটি মনোনয়নপত্র এবং বাতিলকরণের নোটিশ ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক গৃহিত হওয়ার দিন হইতে কার্যকর হইবে।

(৬) মনোনয়ন প্রদানের সময় কর্মচারীর পরিবার অর্থাৎ স্ত্রী বা স্ত্রীগণ/স্বামী, সন্তান এবং মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী/স্ত্রীগণ বা সন্তান না থাকার ক্ষেত্রে পিতা/মাতা/ভাই/বোন বা অন্য যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে মনোনয়ন দেওয়া যাইবে। তবে উক্ত কর্মচারীর পরিবার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি ট্রাস্টি বোর্ডকে লিখিত ভাবে অবহিত করিতে হইবে এবং এ ক্ষেত্রে পরিবার বহির্ভূত ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান সংক্রান্ত মনোনয়ন পত্র আপনা হইতে বাতিল হইয়া যাইবে।

(৭) একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়নের ক্ষেত্রে মনোনয়ন পত্রে প্রত্যেকের অংশ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। সম্পূর্ণ অংশের জন্যই মনোনয়ন দিতে হইবে। তহবিলের কোন অংশ মনোনয়নের বহির্ভূত রাখা হইলে উক্ত বহির্ভূত অংশ ২৪(১) বিধির বিধান সাপেক্ষে পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে বন্টিত হইবে।

৬। **চাঁদাদাতার হিসাব।**

প্রত্যেক চাঁদাদাতার নামে একটি হিসাব থাকিবে এবং উক্ত হিসাবে বিধি- ২০ এর উপ-বিধি-(২) তে বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত সুদ সহ তাহার প্রদত্ত চাঁদা জমা হইবে। বেতন হইতে কর্তন পূর্বক বা নগদ অর্থে যেভাবেই চাঁদা প্রদান করা হউক, ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অবহিতকৃত হিসাব নম্বর উল্লেখ পূর্বক চাঁদা প্রদান ও জমা করিতে হইবে। হিসাব নম্বরের যে কোন পরিবর্তনও একইভাবে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক চাঁদাদাতাকে অবহিত করিতে হইবে।

৭। **চাঁদা প্রদানের শর্তাদি।**

(১) সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় ব্যতীত প্রত্যেক চাঁদাদাতা প্রতিমাসে তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

তবে, চাঁদাদাতা ছুটিকালীন সময়ে চাঁদা প্রদান না করার অপশন গ্রহণ করিতে পারিবন।

আরো শর্ত থাকে যে, সাময়িক বরখাস্তের পর চাকরিতে পুনর্বাহাল হইলে বরখাস্তকালীন সময়ের বকেয়া চাঁদার পরিমানের অতিরিক্ত নয়, এমন যে কোন পরিমাণ চাঁদা এককালীন বা কিস্তিতে প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) চাঁদাদাতা ছুটিকালীন সময়ে চাঁদা প্রদান না করার অপশন গ্রহণের বিষয়টি নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে অবহিত করিবেন-

(এ) যদি তিনি নিজের বেতন নিজে উত্তোলনকারী কর্মকর্তা হন, তাহা হইলে তিনি ছুটিতে গমণের পর প্রথম বেতন বিল হইতে চাঁদা কর্তন না করিয়া;

(বি) যদি নিজের বেতন নিজে উত্তোলনকারী কর্মকর্তা না হন, তাহা হইলে তিনি ছুটিতে গমণের পূর্বে চাঁদা কর্তন না করার বিষয়টি লিখিতভাবে বিভাগীয় কর্মকর্তা/নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তাকে জানাইবেন। সময়মত যথাযথভাবে অবহিত করাইতে ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে চাঁদা প্রদান করিবেন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

(৩) উপবিধি-(২) এর অধীনে চাঁদাদাতার অবহিত করণের অপশনই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) চাঁদাদাতা তহবিলে সঞ্চিত অর্থ চূড়ান্তভাবে উত্তোলনের পর পুনঃ কর্মে যোগদান না করা পর্যন্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৫) ছুটিকালীন সময়ে চাঁদা প্রদান না করিলে উক্ত সময়ের প্রদানকৃত চাঁদা ছুটি হইতে প্রত্যাবর্তনের পর প্রদানের কোন সুযোগ নাই।

(৬) চাঁদাদাতার অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ, শাস্তিমূলকভাবে বাধ্যতামূলক অবসর, অপসারণ বা বরখাস্তের ক্ষেত্র তহবিলে সঞ্চিত অর্থ চূড়ান্তভাবে উত্তোলন করা যায়। উল্লেখিত ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে শাস্তিমূলক অবসর, অপসারণ বা বরখাস্ত এর পর আপীলের মাধ্যমে পুনর্বহাল হইলে পুনঃ চাঁদা প্রদান করা যাইবে।

৮। **ট্রাস্টি বোর্ড ।**

(১) তহবিলের ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল ট্রাস্টি বোর্ড' নামে একটি বোর্ড থাকিবে, যথাঃ

(ক) পরিচালক, হিসাব বিভাগ - সভাপতি

(খ) উর্দ্ধতন উপ-পরিচালক (বিলস্), হিসাব বিভাগ - সম্পাদক

(গ) উপ-সচিব (সংস্থাপন) - সদস্য

(ঘ) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ অফিসার্স এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনিত একজন সদস্য - সদস্য

(ঙ) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্মচারী ইউনিয়ন কর্তৃক মনোনিত একজন সদস্য - সদস্য

(২) ট্রাস্টি বোর্ডের দায়িত্ব পালনের জন্য উহার কোন সদস্য কোন বেতন, ভাতা বা পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন না।

৯। **ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসাবে অযোগ্যতা ।**

(ক) ট্রাস্টি বোর্ডের কোন সদস্য যদি মারা যায় বা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে কিংবা যদি তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে বা যদি দেউলিয়া ঘোষিত হয় বা কোন অপরাধের জন্য আইন কর্তৃক সাজা প্রাপ্ত হয় অথবা যদি কর্তৃপক্ষের চাকুরী হইতে বহিস্কৃত বা অপসারিত হয় সে ক্ষেত্রে ট্রাস্টি বোর্ডে তাহার পদ শুন্য হইবে।

(খ) কোন কারণে ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য সংখ্যার শুন্যতা সৃষ্টি হইলে বাদ বাকী সদস্যরা (যাহার সংখ্যা ০২ (দুই) জনের কম নহে) তহবিলের কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবে।

(গ) ট্রাস্টি বোর্ডের কোন সদস্যের পদে নতুন সদস্য নির্বাচিত বা নিয়োগ হইলে উক্ত অপসারিত বা মৃত সদস্যদের নামে যদি কোন সম্পত্তি থাকে তাহা স্বাভাবিকভাবে নতুন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য এর নিকট স্থানান্তরিত হইবে এবং ইহার জন্য আনুষ্ঠানিক কোন দপ্তর আদেশের প্রয়োজন হইবে না।

১০। **ট্রাস্টির দেনা এবং ক্ষতিপূরণ ।**

ট্রাস্টি বোর্ডের কোন সদস্য কর্তৃক সরল বিশ্বাসে, সৎ উদ্দেশ্যে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে অনিচ্ছাকৃত ভাবে ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পদের কোন ক্ষতি সাধিত হইলে বা কোন লোকসান সংঘটিত হইলে ট্রাস্টি বোর্ডের সংশ্লিষ্ট সদস্য বা সদস্যগণ উক্ত ক্ষতির জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবে না। অনুরুপ পরিস্থিতিতে উদ্ভুত ক্ষতি বা লোকসান তহবিলের অর্থ হইতে মিটানো হইবে। তবে জালিয়াতি বা ইচ্ছাকৃত কারণে কোন ক্ষতি বা লোকসান সংঘঠিত হইলে ট্রাস্টি বোর্ডের সংশ্লিষ্ট সদস্য দায়ী থাকিবেন। কোন ট্রাস্টি বোর্ড সদস্যের ইচ্ছাকৃত জালিয়াতির কারণে যদি মামলা বা মোকদ্দমার ব্যয় হয় তবে তাহার জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যই দায়ী থাকিবে।

১১। **ট্রাস্টি বোর্ড এর ক্ষমতা ও কার্যাবলী।**

ট্রাস্টি বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ

(ক) এই বিধির বিধান অনুসারে তহবিলের অর্থের যথাযথ ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) তহবিলে চাঁদাদাতার জমা, অগ্রীম, জমার সুদ ও অগ্রীমের সুদের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ;

(ঘ) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) প্রতি আর্থিক বৎসর সমাপ্তির পরবর্তী মাসে তহবিলের আয়, ব্যয়, বিনিয়োগ ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন; এবং

(চ) উপরি-উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সকল আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ।

১২। **তহবিলের অর্থ জমা, বিনিয়োগ ইত্যাদি।**

(১) ট্রাস্টি বোর্ড, কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে, তহবিলের অর্থ এইরূপে বিনিয়োগ করিবে, যাহাতে উক্ত বিনিয়োগ হইতে সম্ভাব্য সর্বাপেক্ষা অধিক আয় হইতে পারে এবং এতদুদ্দেশ্যে ট্রাস্টি বোর্ড, সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা এবং বিধি-বিধান অনুসারে তহবিলের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে স্থায়ী আমানত বা সঞ্চয়ী হিসাবে জমা রাখিতে বা কোন লাভজনক সরকারী সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) ট্রাস্টি বোর্ড এর অনুমোদনক্রমে যে কোন তফসিলী ব্যাংকে "বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল" শিরোনামে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চলতি এবং সঞ্চয়ী হিসাব সংরক্ষণ করা যাইবে।

(৩) সভাপতিসহ সম্পাদক অথবা ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য উপ-সচিব (সংস্থাপন) পরিবর্তিত পদনাম উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) এর যে কোন একজনের যৌথ স্বাক্ষরে তহবিলের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

১৩। **সম্পাদক এর কার্যাবলী।**

(১) ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক, উর্দ্ধতন উপ-পরিচালক (বিলস্), হিসাব বিভাগ, ঢাকা তহবিলের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন, যথাঃ

(ক) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ;

(খ) এই বিধির অধীন প্রদেয় সাধারণ ভবিষ্য তহবিল সুবিধাদি, যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে, যথাশীঘ্র পরিশোধ;

(গ) ট্রাস্টি বোর্ডের নির্দেশ অনুসারে তহবিলের আমানত, ব্যাংক-হিসাব ও বিনিয়োগ পরিচালনা;

(ঘ) বিধি অনুযায়ী চাঁদাদাতাগণকে অগ্রীম প্রদান, অগ্রীম আদায় করণ, অর্থ বৎসর শেষে সুদ/মুনাফা বন্টন পূর্বক চাঁদাদাতাগণের চাঁদা, অগ্রীম ও সুদের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৪। **ট্রাস্টি বোর্ডের সভা।**

(১) এই বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে, ট্রাস্টি বোর্ড, উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে ট্রাস্টি বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে ।
তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি মাসে ট্রাস্টি বোর্ডের অন্ততঃ একটি সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।

(৩) সভাপতি ট্রাস্টি বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে মনোনীত কোন সদস্য ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের কোন প্রয়োজন হইবে না। এবং

(৫) ট্রাস্টি বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোটাধিকার থাকিবে এবং উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতি বা সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

১৫। **তহবিলের অর্থ ব্যয় ও হিসাব নিরীক্ষা।**

(১) তহবিলের অর্থ সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইবে।

(২) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব, সময় সময়, কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ এবং The Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (Presidential Order no.2 of 1973) অনুসারে নিবন্ধিত কোন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম, কর্তৃক প্রতি আর্থিক বৎসর শেষে নিরীক্ষিত হইবে।

১৬। **তহবিল ব্যবস্থাপনা ব্যয় ।**

তহবিলের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন - ভাতাদি, তহবিলের অডিট ফী, তহবিলের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন - ভাতাদি, তহবিল পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মুদ্রণ ও মনোহারী সামগ্রী সহ তহবিলের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ব্যয় এবং তহবিলের স্বার্থে কোন মামলা মোকদ্দমা পরিচালনার আর্থিক ব্যয় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহন করা হইবে।

১৭। **চাঁদার হার ।**

(১) নিম্নোক্ত শর্তে চাঁদাদাতা চাঁদার হার নিজে নির্ধারণ করিবেন-

(ক) ইহা সর্বদা পূর্ণ টাকায় হইবে; এবং

(খ) তহবিলে চাঁদার সর্বনিম্ন হার হইবে মাসিক বেতনের ১০%।

(২) উপবিধি-(১) এর উদ্দেশ্যে চাঁদাদাতার বেতন বলিতে বুঝাইবে-

(ক) পূর্ববর্তী বৎসরের ৩০ জুন তারিখে যে কর্মচারী চাকরিতে ছিলেন, তাহার ক্ষেত্রে ঐ তারিখে প্রাপ্য বেতন। তবে শর্ত থাকে যে-

১। যদি চাঁদাদাতা উক্ত তারিখে ছুটিতে থাকেন এবং ছুটিকালীন সময়ে চাঁদা প্রদান না করার অপশন গ্রহণ করিয়া থাকেন অথবা যদি উক্ত তারিখে সাময়িক বরখাস্ত থাকেন, তাহা হইলে তাহার পুনঃ কর্মে যোগদানের প্রথম তারিখে যে বেতন প্রাপ্য, উহাই তাহার বেতন বলিয়া গণ্য হইবে:

২। যদি চাঁদাদাতা উক্ত তারিখে বাংলাদেশের বাহিরে ডেপুটেশনে থাকেন, অথবা ছুটিতে থাকেন এবং ছুটি ভোগ অব্যাহত থাকে, এবং ছুটিতে থাকার সময়ে চাঁদা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বাংলাদেশে কর্মরত থাকিলে যে বেতন পাইতেন, উহাই তাহার বেতন হইবে:

৩। যদি চাঁদাদাতা উক্ত তারিখের পরবর্তী কোন তারিখে বিধি-৪ এর অধীনে প্রথমবারের মতো তহবিলে যোগদান করেন, তাহা হইলে উক্ত পরবর্তী তারিখে প্রাপ্য বেতনই তাহার বেতন হইবে।

(খ) পূর্ববর্তী বৎসরের ৩০ জুন তারিখে যে চাঁদাদাতা চাকরিতে ছিলেন না তাহার ক্ষেত্রে চাকরিতে যোগদানের প্রথম দিনে যে বেতন প্রাপ্য ছিলেন, অথবা তিনি চাকরিতে যোগদানের তারিখের পরবর্তী কোন তারিখে বিধি-৪ এর অধীনে তহবিলে যোগদান করিয়া থাকিলে, উক্ত পরবর্তী তারিখে যে বেতন পাইতেন, উহাই তাহার বেতন হইবে।

(৩) চাঁদাদাতা প্রতি বৎসর তাহার নির্ধারণকৃত মাসিক চাঁদার পরিমান নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে অবহিত করিবেন-

(ক) তিনি যদি পূর্ববর্তী বৎসরের ৩০ জুন তারিখে কর্মরত থাকেন, তাহা হইলে তিনি তাহার উক্ত মাসের বেতন বিল হইতে এই উদ্দেশ্যে কর্তনের নোটিশ প্রদান করিয়া:

(খ) তিনি যদি পূর্ববর্তী বৎসরের ৩০ জুন তারিখে ছুটিতে থাকেন এবং চাঁদা প্রদান না করার অপশন গ্রহণ করিয়া থাকেন অথবা উক্ত তারিখে সাময়িক বরখাস্ত অবস্থায় থাকেন, তাহা হইলে তিনি পুনঃ কর্মে যোগদানের পর প্রথম বেতন বিল হইতে এই উদ্দেশ্যে কর্তনের নোটিশ প্রদান করিয়া:

(গ) তিনি যদি উক্ত বৎসরে প্রথম সরকারী চাকরিতে যোগদান করেন অথবা ঐ বৎসরের কোন তারিখে বাধ্যতামূলক চাঁদাদাতা হিসাবে বিধি-৪ এর অধীনে তহবিলে যোগদান করেন অথবা প্রথম বারের মত তহবিলে যোগদান করেন তাহা হইলে যোগদানকৃত মাসের বেতন বিল হইতে এই উদ্দেশ্যে কর্তনের নোটিশ প্রদান করিয়া:

(ঘ) তিনি যদি পূর্ববর্তী বৎসরের ৩০ জুন তারিখে ছুটিতে থাকেন এবং ছুটি ভোগ অব্যাহত থাকে এবং ছুটিকালীন সময়ে চাঁদা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তহবিলে এই উদ্দেশ্যে উক্ত মাসের বেতন বিল হইতে কর্তনের নোটিশ প্রদান করিয়াঃ

(৪) উক্তরুপে নির্ধারিত চাঁদার পরিমাণ ঐ বৎসর ব্যাপী অপরিবর্তিত থাকিবেঃ

তবে কোন ব্যক্তি যদি মাসের মধ্যে কিছুদিন কর্মরত থাকেন এবং মাসের বাকী সময় ছুটিতে থাকেন এবং ছুটিকালীন সময়ে চাঁদা প্রদান না করার অপশন গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উক্ত মাসের কর্মরত দিনের আনুপাতিক হারে যে পরিমান চাঁদা দাঁড়ায়, উহাই প্রদেয় হইবে।

(৫) পুনঃ নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মচারীর ক্ষেত্রে, যাহার পেনশন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে স্থগিত করা হইয়াছে, তাহার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বেতনের উপর ভিত্তি করিয়া চাঁদার হার নির্ধারিত হইবে। এইক্ষেত্রে পৃথকভাবে গ্রহণকৃত পেনশন হিসাবে আসিবে না।

১৮। প্রেষন, ইত্যাদিতে রত চাঁদাদাতার ক্ষেত্রে তহবিলের বিধির প্রযোজ্যতা।

কোন চাঁদাদাতা বিদেশে বদলী হইলে অথবা বাংলাদেশের বাহিরে প্রেষণরত থাকিলে তিনি বিদেশে বদলী বা প্রেষণে না থাকিলে যেইরূপভাবে তহবিলের আওতাধীনে থাকিতেন, ঐরুপভাবে তহবিলের আওতাভুক্ত থাকিবেন।

লিয়েন সংরক্ষণ পূর্বক অন্যত্র কর্মরত থাকার ক্ষেত্রেও এই বিধির আওতাধীন থাকিবেন এবং তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন। এইক্ষেত্রে চাঁদার হার নিজস্ব পদে কর্মরত থাকিলে যে বেতন পাইতেন, উহার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

১৯। চাঁদা আদায়।

(১) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেতন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে চাঁদা এবং প্রদত্ত মূল অগ্রিম এবং উহার সুদ বেতন হইতে কর্তন পূর্বক আদায় করিতে হইবে।

(২) অন্য কোন উৎস হইতে বেতন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে চাঁদাদাতাকে তাহার মাসিক চাঁদা ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) বিধি-৪ এর অধীনে বাধ্যতামূলক চাঁদাদাতা হিসাবে যোগদানের তারিখ হইতে কোন কর্মচারী চাঁদা প্রদানে ব্যর্থ হইলে বিধি-২০ তে বর্ণিত হারে সুদ সহ বকেয়া চাঁদা তাৎক্ষনিকভাবে চাঁদাদাতাকে তহবিলে প্রদান করিতে হইবে। চাঁদা প্রদানে ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে ট্রাস্টি বোর্ড নির্ধারিত কিস্তিতে বেতন হইতে কর্তন পূর্বক আদায়ের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৪) বাধ্যতামূলক চাঁদাদাতা হিসাবে গণ্য হওয়ার পর চাঁদা প্রদান না করিলে বা চাঁদা বকেয়া রাখিলে বাধ্যতামূলক চাঁদাদাতা হিসাবে গণ্য হওয়ার পরবর্তী সময়ের সুদ সহ বকেয়া চাঁদা চাঁদাদাতা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করিবেন। তাৎক্ষণিকভাবে চাঁদা প্রদানে ব্যর্থ হইলে সুদ সহ বকেয়া চাঁদা প্রদান করার জন্য ট্রাস্টি বোর্ড উক্ত চাঁদাদাতাকে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

২০। চাঁদাদাতার জমার উপর সুদ প্রদান।

(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতি বৎসরের জন্য যেই হার নির্ধারণ করা হইবে, উক্ত হারে তহবিলের জমার উপর বিধি-৪ এর বিধান সাপেক্ষে ট্রাস্টি বোর্ড সুদ প্রদান করিবেন।

(২) প্রতি বৎসরের শেষ দিনে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে তহবিলের জমার উপর সুদ জমা হইবে--

(ক) পূর্ববর্তী বৎসরের শেষ দিনের জমার উপর - চলতি বৎসরে উত্তোলনকৃত অর্থ বাদে বাকী জমার উপর বার মাসের সুদ;

(খ) চলতি বৎসরে উত্তোলনকৃত অর্থের উপর- বৎসরের প্রারম্ভ হইতে যে মাসে তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন করা হয়, উহার পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সুদ;

(গ) পূর্ববর্তী বৎসরের শেষ দিনের পরে জমাকৃত অর্থের উপর- জমাদানের তারিখ হইতে চলতি বৎসরের শেষ দিন পর্যন্ত সুদ;

(ঘ) মোট সুদের পরিমাণ নিকটবর্তী পূর্ণ টাকায় রুপান্তরিত হইবে (পঞ্চাশ পয়সা হইলে তাহা পরবর্তী পূর্ণ টাকায় পরিবর্তিত হইবে)।

তবে শর্ত থাকে যে, চাঁদাদাতার ভবিষ্য তহবিলের অর্থ প্রদেয় হওয়ার ক্ষেত্রে এই উপবিধির অধীনে চলতি বৎসরের প্রথম দিন হইতে বা জমার তারিখ হইতে, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, প্রদেয় হওয়ার তারিখ পর্যন্ত এই বিধির অধীনে সুদ জমা হইবে।

(৩) এই বিধি অনুসারে জমার তারিখ হইবে, বেতন হইতে কর্তনের ক্ষেত্রে যে মাসে আদায় করা হইবে ঐ মাসের প্রথম দিন এবং চাঁদাদাতা কর্তৃক চাঁদা প্রেরণের ক্ষেত্রে ট্রাস্টি বোর্ড উক্ত চাঁদা যে মাসের পাঁচ তারিখের পূর্বে পাইবেন ঐ মাসের প্রথম দিন, কিন্তু মাসের পাঁচ তারিখে বা উহার পরে পাওয়া গেলে পরবর্তী মাসের প্রথম দিন।

(৪) কোন চাঁদাদাতা তহবিলের জমার উপর সুদ গ্রহণ করিবেন না মর্মে ট্রাস্টি বোর্ডকে অবহিত করিলে উক্ত ক্ষেত্রে সুদ জমা হইবে না। তবে পরবর্তী পর্যায়ে যদি সুদ গ্রহণ করিবে মর্মে অবহিত করে, তাহা হইলে যে বৎসর অবহিত করিবে, ঐ বৎসরের প্রথম দিন হইতে সুদ জমা হইবে। যদি চাঁদাদাতা তাহার তহবিলে ইতঃমধ্যে জমাকৃত সুদ গ্রহণ করিবে না মর্মে লিখিতভাবে অবহিত করে, তাহা হইলে ইতঃমধ্যে জমাকৃত সুদ ভবিষ্য তহবিলে ডেবিট দেখাইয়া এবং সংগে সংগে **'Reserve'** খাতে কন্ট্রা ক্রেডিট দেখাইয়া সমন্বয় করিতে হইবে।

(৫) এই বিধির অধীনে জমাকৃত অর্থের উপর যে সুদ উহাও চাঁদাদাতার জমার সহিত একত্রীভূত হইবে এবং জমা ও সুদ উভয়ের উপর উপবিধি-(১) মোতাবেক নির্ধারিত হারে সুদ প্রদান করিতে হইবে।

২১। **তহবিল হইতে অগ্রীম মঞ্জুর।**

(১) তহবিলে সঞ্চিত অর্থ হইতে চাঁদাদাতাকে ট্রাস্টি বোর্ড অগ্রিম মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(২) আবেদনকারীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় চাহিত অগ্রীম প্রয়োজন এবং উক্ত অগ্রীম নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে না, এই মর্মে পরিতুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ট্রাস্টি বোর্ড অগ্রিম মঞ্জুর করিবেন না ঃ–

(ক) আবেদনকারীর বা তাহার উপর প্রকৃত নির্ভরশীল ব্যক্তির দীর্ঘ অসুস্থ্যতার ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(খ) আবেদনকারীর বা তাহার উপর প্রকৃত নির্ভরশীল ব্যক্তির চিকিৎসা বা শিক্ষার জন্য বিদেশ গমনের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে;

(গ) বিবাহ, অন্তোষ্টিক্রিয়া অথবা ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে তাহার মর্যাদা অনুসারে অবশ্য পালনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(ঘ) বাসগৃহ নির্মানের জন্য জমি ক্রয় বা বাসগৃহ নির্মাণ বা বাসগৃহ ক্রয় বা মেরামত, অথবা এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধের জন্য;

(ঙ) মুসলিম চাঁদাদাতার ক্ষেত্রে প্রথমবারের হজ্জ পালনের ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(চ) নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে মুসলিম চাঁদাদাতার স্ত্রীর অনুসুলকৃত মোহরানার দাবী পূরণের জন্য।

(১) চাঁদাদাতা বিবাহের ব্যয়ের জন্য একবার অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকিলে পরবর্তী পর্যায়ে মোহরানা পরিশোধের উদ্দেশ্যে পুনঃ অগ্রিম পাইবেন না;

(২) এই অগ্রিমের পরিমাণ উপবিধি (৩) তে বর্ণিত পরিমাণ বা মোহরানার প্রকৃত পরিমাণ, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম, উহার অধিক হইবে না এবং মোহরানার প্রকৃত পরিমাণের প্রমাণ চাঁদাদাতাকে দাখিল করিতে হইবে;

(৩) চাঁদাদাতা অগ্রিম গ্রহণের এক মাসের মধ্যে তিনি যে প্রকৃত পক্ষে মোহরানার অর্থ পরিশোধ করিয়াছেন উহার প্রমাণ দাখিল করিবেন। অন্যথায় অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ তাহার নিকট হইতে এককালীণ আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) গৃহ নির্মাণ এবং বিশেষ বিবেচনার উদ্দেশ্যে অগ্রিমের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য প্রকার অগ্রিমের পরিমাণ চাঁদাদাতার ৩ মাসের বেতন বা তহবিলে সঞ্চিত অর্থের অর্ধেক, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম, উহার অধিক হইবে না। বিশেষ বিবেচনার ক্ষেত্র ব্যতীত, সুদ সহ প্রথম অগ্রিম চুড়ান্ত পরিশোধের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে না;

তবে, যে ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রিম গ্রহণের সময় অগ্রিম প্রদানযোগ্য সমুদয় অর্থ অগ্রিম হিসাবে গ্রহণ করা না হয়, উক্ত ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রিম চলাকালীণ সময়ে ৩ মাসের বেতন বা দ্বিতীয় অগ্রিম গ্রহণের সময় তহবিলে সঞ্চিত অর্থের অর্ধেক, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম,, উহার সমান দ্বিতীয় অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে;

(৪) বিশেষ বিবেচনায় অগ্রিমের কারণ লিপিবদ্ধ করতঃ তহবিলে সঞ্চিত অর্থের ৭৫% এবং সর্বাধিক ৩টি পর্যন্ত অগ্রিম যুগপৎভাবে মঞ্জুর করা যাইবে। কিন্তু ৩টি বা ততোধিক অগ্রিমের অর্থ অনাদায়ী থাকিলে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত পুনঃ অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে না।

(৫) উপবিধি- (২) এর (ঘ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে অগ্রিম নিম্নোক্ত শর্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, যথা–

(ক) অগ্রিমের পরিমাণ চাঁদাদাতার ৩৬ মাসের বেতন অথবা তহবিলে সঞ্চিত অর্থের ৮০% উভয়ের মধ্যে যাহা কম, উহার অধিক হইবে না;

তবে আবাসগৃহ মেরামতের উদ্দেশ্যে অগ্রিমের পরিমাণ ১২ মাসের বেতন অথবা তহবিলে সঞ্চিত অর্থের ৭৫% উভয়ের মধ্যে যাহা কম, উহার অধিক হইবে না;

(খ) গৃহ নির্মাণের জন্য একবারের অধিক অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে না, কিন্তু সুদ সহ প্রথম অগ্রিম সম্পূর্ণ আদায়ের পর উক্ত একই গৃহ মেরামতের জন্য অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে;

(গ) নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে একই গৃহ মেরামতের জন্য অনধিক একটি অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে, যথা–

(১) গৃহ বাসযোগ্য করার জন্য মেরামত প্রয়োজন;

(২) এই মেরামত সাধারণ প্রকৃতির নয়; এবং

(৩) গৃহের মূল্যের তুলনায় এই মেরামত বড় ধরনের;

(ঘ) গৃহ নির্মাণ অগ্রিম চাঁদাদাতার কর্মস্থলে অথবা অবসর গ্রহণের পর যে স্থানে বসবাস করিতে ইচ্ছা করেন, ঐ স্থানে ব্যক্তিগত বসবাসের প্রকৃত প্রয়োজনীয় আবাস গৃহের ক্ষেত্রে হইতে হইবে;

(ঙ) সাধারণতঃ গৃহ নির্মাণ অগ্রিম কিস্তিতে উত্তোলন করিতে হইবে এবং প্রতি কিস্তির পরিমাণ এইরূপ হইবে যেন তাহা দ্বারা পরবর্তী ৩ মাসের ব্যয় নির্বাহ সম্ভব হয়। ট্রাস্টি বোর্ড যদি এই মর্মে পরিতুষ্ট হন যে সমুদয় অর্থ একই সময়ে প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে অগ্রিম এক কিস্তিতে প্রদান করা যাইবে;

(চ) গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি ক্রয়ের জন্য অথবা বাড়ি ক্রয়ের জন্য অথবা একই গৃহ মেরামতের জন্য গ্রহণকৃত ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধের জন্য অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে না; যদি না উক্ত ঋণ অগ্রিমের আবেদনপত্র প্রাপ্তির অনধিক ১২ মাস পূর্বে গ্রহণ করা হইয়া থাকে এবং ট্রাস্টি বোর্ড উক্ত ঋণের সত্যতা, ঋণের পরিমাণ ও প্রকৃত পরিশোধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরিতৃষ্ট হন।

(ছ) যে সম্পত্তির জন্য এই অগ্রিমের আবেদন করা ইয়াছে, ঐ সম্পত্তির স্বত্ব সম্পর্কে আবেদনকারী ট্রাস্টি বোর্ড কে পরিতুষ্ট করিবেন। তবে ঐ সম্পত্তি কর্তৃপক্ষের নিকট বন্ধক রাখিতে হইবে না।

(জ) গ্রহণকৃত অগ্রিম সম্পূর্ণ ফেরত দেওয়ার পূর্বে চাঁদাদাতা উক্ত জমি বা গৃহ বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করিলে, হস্তান্তরের সংগে সংগে চাঁদাদাতা সুদ সহ অগ্রিমের অপ্রদত্ত অংশ এককালীন ফেরত দিবেন।

(ঝ) যে জমির উপর গৃহ নির্মাণ করিবেন, ঐ জমির সম্পূর্ণ মালিকানা স্বত্ব না থাকিলে অনুচ্ছেদ (ছ) এর শর্তানুসারে অগ্রিম পাওয়ার অযোগ্য হইবেন না। তবে আবেদনকারী ট্রাস্টি বোর্ড কে এই মর্মে পরিতুষ্ট করিবেন যে, উক্ত জমি আবেদনকারী ইজারা নিয়াছেন এবং ইজারার অনতিক্রান্ত শর্ত ও মূল্য অগ্রিম প্রদানের জন্য যথার্থ।

(ঞ) অগ্রিমের অর্থ প্রদানের পূর্বে ট্রাস্টি বোর্ড সম্পত্তিতে আবেদনকারীর স্বত্ব পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। প্রয়োজনে রাজস্ব বা জমি নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিবেন। যদি আইনগত পরামর্শের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষের আইন কর্মকর্তার সহিত পরামর্শ করিতে হইবে। গৃহ নির্মাণ বা গৃহ মেরামতের অগ্রিমের ক্ষেত্রে ইহা দেখিতে হইবে যে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, জমি বা গৃহের উপর আবেদনকারীর বিরোধবিহীন স্বত্ব রহিয়াছে এবং জমি বা গৃহ ক্রয়ের ক্ষেত্রে আবেদনকারী লিখিত ও রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলের মাধ্যমে জমি বা গৃহের উপর পূর্ণ স্বত্ব অর্জন করিয়াছে।

(ট) অগ্রিমের আবেদন আবেদনকারীর বিভাগীয় প্রধানের মাধ্যমে ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট দাখিল করিতে হইবে। আবেদনপত্রে বিভাগীয় প্রধান আবেদনকৃত অগ্রিমের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রয়োজনীয় অগ্রিমের পরিমাণ সম্পর্কে নিজস্ব মতামত লিপিবদ্ধ করিবেন।

(ঠ) ট্রাস্টি বোর্ড মঞ্জুরীপত্রে অগ্রিম মঞ্জুরের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন। অগ্রিমের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে তহবিলে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণের প্রতি ট্রাস্টি বোর্ডকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে।

(ড) কর্মচারীর শেষ বেতনের প্রত্যয়নপত্রে (এলপিসি) অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিবরণাদির সহিত মঞ্জুরকৃত মোট অগ্রিমের পরিমাণ, আদায়ের কিস্তির সংখ্যা ও প্রতি কিস্তিতে আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ, ইতোমধ্যে আদায়কৃত কিস্তির সংখ্যা ও অর্থের পরিমাণ এবং বকেয়ার পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে।

(ঢ) চাঁদাদাতার ৫২ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে কৃষি জমি ক্রয়সহ যে কোন যুক্তিসংগত (বোনাফাইড) উদ্দেশ্যে ট্রাস্টি বোর্ড সঞ্চিত তহবিলের অর্থ হইতে অফেরতযোগ্য অগ্রিম মঞ্জুর করিতে পারিবেন। এই প্রকার অগ্রিম মঞ্জুর করা হইলে তাহা চাঁদাদাতার নিকট হইতে আদায় করিতে হইবে না এবং তহবিলে সঞ্চিত অর্থ চূড়ান্ত প্রদানের সময় এই অগ্রিমকে চূড়ান্ত প্রদানের অংশ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। অফেরতযোগ্য অগ্রিমের পরিমাণ অগ্রিম মঞ্জুরের সময় তহবিলে সঞ্চিত অর্থের ৮০% এর অধিক হইবে না। এইরূপ অফেরতযোগ্য অগ্রিম একাধিকবার প্রদান করা যাইবে। তবে এই অগ্রিমের পরিমাণ প্রত্যেকবারই উক্ত সময়ে তহবিলে সঞ্চিত অর্থের ৮০% এর মধ্যে থাকিতে হইবে।

(ণ) চাঁদাদাতার ৫২ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর ইচ্ছা করিলে পূর্বে গৃহীত এক বা একাধিক অগ্রিমের অপরিশোধিত অংশকে অফেরতযোগ্য অগ্রিমে রূপান্তর করিতে পারিবেন এবং এই ক্ষেত্রে ইহা চূড়ান্ত প্রদানের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

২২। **তহবিল থেকে প্রদত্ত অগ্রীম ও অগ্রীমের সুদ আদায়।**

(১) অফেরতযোগ্য অগ্রিম ব্যতীত অন্যান্য অগ্রিমের ক্ষেত্রে ট্রাস্টি বোর্ড যেই সংখ্যক কিস্তি নির্ধারণ করিবেন ঐ সংখ্যক মাসিক সমান কিস্তিতে আদায় করিতে হইবে। তবে চাঁদাদাতার ইচ্ছা ব্যতীত এই কিস্তির সংখ্যা ১২ এর কম হইবে না, এবং কোনক্রমেই কিস্তির সংখ্যা ৫০ এর বেশী হইবে না। চাঁদাদাতা ইচ্ছা করিলে একমাসে একের অধিক কিস্তি পরিশোধ করিতে পারিবেন। কিস্তির পরিমাণ পূর্ণ টাকায় নির্ধারণ করিতে হইবে এবং এইরূপভাবে কিস্তিনির্ধারণের প্রয়োজনে অগ্রিমের পরিমাণের হ্রাস/বৃদ্ধি করা যাইবে।

(২) বিধি ১৯ তে বর্ণিত চাঁদা আদায়ের পদ্ধতিতে অগ্রিমের অর্থ আদায় করিতে হইবে। গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে অগ্রিমের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য অগ্রিমের ক্ষেত্রে অগ্রিম গ্রহণের পরবর্তী পূর্ণ মাসের বেতন হইতে আদায় আরম্ভ হইবে।

(৩) গৃহ নির্মাণের জন্য অগ্রিমের ক্ষেত্রে অগ্রিম গ্রহণের পরবর্তী দ্বাদশ মাসের বেতন হইতে বেতনের ১০% হারে আদায় আরম্ভ হইবে।

তবে কোন কর্মচারী যদি বেতন হইতে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমও গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বেতন হইতে গ্রহণকৃত অগ্রিম সুদসহ সম্পূর্ণ আদায় হওয়ার পর উপরোক্ত হারে এই অগ্রিম আদায় করিতে হইবে।

(৪) ছুটিকালীণ সময়ে বা খোরপোষ ভাতা প্রাপ্তিকালীণ সময়ে চাঁদাদাতার সম্মতি ব্যতিরেকে অগ্রিম আদায় কর যাইবে না। পূর্ববর্তী অগ্রিম আদায়কালে বা বেতন অগ্রিম আদায়কালে বা কোন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, যাহা বয়োবৃদ্ধদের ক্ষেত্রে অবসর গ্রহণের দিন পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইবে, চাঁদাদাতার লিখিত অনুরোধক্রমে ট্রাস্টি বোর্ড অগ্রিম আদায় বন্ধ রাখিতে পারিবেন।

(৫) চাঁদাদাতা যে মাসে পূর্ণ বেতন উত্তোলন করেন শুধু ঐ মাসেই কিস্তি আদায় করা যাইবে এবং ছুটিকালীণ সময়ে চাঁদাদাতার সম্মতিক্রমেই কেবল ছুটিকালীন বেতন হইতে অগ্রিমের কিস্তি কর্তন করা যাইবে।

(৬) একাধিক অগ্রিম মঞ্জুর করা হইলে আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রতিটি অগ্রিম পৃথক অগ্রিম হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৭) (ক) অগ্রিমের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের পর মূল অগ্রিমের উপর মাসিক ভিত্তিতে বাৎসরিক ৫% হারে অগ্রিম উত্তোলনের মাস হইতে অগ্রিমের মূল অর্থ চূড়ান্ত পরিশোধের সময় পর্যন্ত যত মাস গত হইয়াছে, উহার উপর সুদ পরিশোধ করিতে হইবে। সুদ হিসাবের ক্ষেত্রে ভাংগা মাসকে পূর্ণ মাস হিসাবে গণনা করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যে চাঁদাদাতা তহবিলে সঞ্চিত অর্থের সুদ নিবেন না, তাহাকে অগ্রিমের উপরও সুদ পরিশোধ করিতে হইবে না।

(খ) সাধারণতঃ মূল অগ্রিম আদায়ের পরবর্তী মাসে এক কিস্তিতে সুদ আদায় করিতে হইবে। তবে সুদের পরিমাণ মূল অগ্রিম আদায়ের এক কিস্তির টাকার পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইলে একাধিক মাসিক সমান কিস্তিতে আদায় করা যাইবে, যদি চাঁদাদাতা অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু সুদ আদায়ের কিস্তির পরিমাণ মূল অগ্রিম আদায়ের কিস্তির টাকার পরিমাণ অপেক্ষা কম হইবে না।

(৮) অগ্রিম মঞ্জুর করা হইলে এবং তাহা চাঁদাদাতা কর্তৃক উত্তোলন করা হইলে এবং পরবর্তী পর্যায়ে আদায় সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে উক্ত মঞ্জুরী বাতিল করা হইলে বিধি-২০ তে বর্ণিত হারে সুদ সহ অগ্রিমের সম্পূর্ণ বা বাকী অর্থ চাঁদাদাতা তাৎক্ষণিকভাবে তহবিলে জমা দিবেন। তাৎক্ষণিকভাবে জমা প্রদানে ব্যর্থ হইলে ট্রাস্টি বোর্ড নির্ধারিত কিস্তিতে চাঁদাদাতার বেতন হইতে কর্তন পূর্বক আদায়ের নির্দেশ দিবেন।

(৯) এই বিধি অনুসারে আদায়কৃত অর্থ চাঁদাদাতার তহবিলে জমা হইবে।

২৩। তহবিলে সঞ্চিত অর্থ চূড়ান্তভাবে উত্তোলন।

চাঁদাদাতা চাকরি ত্যাগ করিলে, অথবা অবসর উত্তর ছুটিতে গমন করিলে অথবা অবকাশকালীন ছুটিসহ অবসর উত্তর ছুটিতে গমন করিলে অথবা ছুটিতে থাকাকালীন সময়ে অবসর গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে অথবা যথাযথ মেডিকেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুনঃ চাকরির জন্য অক্ষম বলিয়া ঘোষিত হইলে, অথবা দন্ড

স্বরূপ চাকরি হইতে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হইলে, চাকরি হইতে অপসারণ করা হইলে, চাকরিচ্যুত হইলে, চাঁদাদাতার তহবিলে সঞ্চিত অর্থ প্রদেয় হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, তহবিলে সঞ্চিত অর্থ উত্তোলনের পর ৫২ বৎসর বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বে পুনর্বহাল বা পুনঃ নিয়োগের মাধ্যমে চাকরিতে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্দেশ প্রদান করিলে বিধি-২০ তে বর্ণিত হারে সুদ সহ পূর্বে উত্তোলনকৃত অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিলে ফেরত দিতে হইবে।

২৪। চাঁদাদাতার মৃত্যুতে তহবিলের অর্থ প্রদান।

তহবিলে সঞ্চিত অর্থ প্রদেয় হওয়ার পূর্বে অথবা প্রদেয় হওয়ার পর প্রদানের পূর্বে চাঁদাদাতা মৃত্যুবরণ করিলে-

(১) চাঁদাদাতার পরিবার থাকিলে-

(ক) চাঁদাদাতা বিধি-৫ এর অধীনে অথবা ইতোপূর্বে বলবৎ কোন বিধির অধীনে তাহার পরিবারের কোন সদস্যকে বা সদস্যবর্গকে তহবিলে সঞ্চিত অর্থ বা উহার অংশ বিশেষের জন্য মনোনয়ন করিয়া থাকিলে তহবিলে সঞ্চিত অর্থের মনোনয়নকৃত অংশ উক্ত মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে মনোনয়নে বর্ণিত অংশ অনুসারে প্রদেয় হইবে;

(খ) যদি পরিবারের কোন সদস্য বা সদস্যবর্গের অনুকূলে কোন মনোনয়ন না থাকে বা মনোনয়ন থাকা সত্ত্বেও যদি উক্ত মনোমনয়নটি অবৈধ হয় এবং ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ এর ৫(১) ধারা অনুসারে তাহা অকার্যকর হয়, অথবা উক্ত মনোনয়ন যদি তহবিলে সঞ্চিত অর্থের অংশ বিশেষের জন্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পরিবারের সদস্য ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে মনোনয়ন থাকা সত্ত্বেও তহবিলে সঞ্চিত সমুদয় অর্থ বা সঞ্চিত অর্থের যে অংশের জন্য মনোনয়ন নাই, ঐ অংশ তাহার পরিবারের সদস্যদেরকে সমহারে প্রদেয় হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নে বর্ণিত পরিবারের সদস্য ব্যতীত পরিবারের অন্য কোন সদস্য থাকিলে উক্ত সদস্যগণ কোন অংশ পাইবে না-

(এ) আইনগতভাবে প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র, যিনি শারিরীক বা মানসিকভাবে অক্ষম নন এবং জীবিকা নির্বাহের অসমর্থ নন;

(বি) মৃত পুত্রের আইনগতভাবে প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র, যিনি শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম নন এবং জীবিকা নির্বাহেও অসমর্থ নন;

(সি) বিবাহিতা কন্যা, যাহার স্বামী জীবিত এবং যিনি অন্য কোনভাবে পরিত্যক্ত বা স্বামীর ভরণপোষণ হইতে বঞ্চিত নন;

(ডি) মৃত পুত্রের বিবাহিত কন্যা, যাহার স্বামী জীবিত এবং যিনি অন্য কোনভাবে পরিত্যক্ত বা স্বামীর ভরণপোষণ হইতে বঞ্চিত নন।

আরো শর্ত থাকে যে, মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ এবং সন্তান বা সন্তানগণ মৃত পুত্র জীবিত থাকিলে এবং প্রথম প্রভিসোর অনুচ্ছেদ (এ) এর বিধান হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হইলে যে অংশ পাইবেন কেবল ঐ পরিমাণ অংশই তাহারা সকলে সমহারে পাইবেন।

(২) চাঁদাদাতার কোন পরিবার না থাকিলে, তিনি যদি বিধি ৫ অনুসারে বা ইতঃপূর্বে বলবৎ বিধি অনুসারে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তহবিলে সঞ্চিত অর্থ বা সঞ্চিত অর্থের যে অংশের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হইয়াছে, ঐ অংশ উক্ত মনোনীত জীবিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে প্রদেয় হইবে।

২৫। তহবিলের সঞ্চিত অর্থ প্রদান।

(১) চাঁদাদাতার তহবিলে সঞ্চিত অর্থ প্রদেয় হইলে ট্রাস্টি বোর্ডের দায়িত্ব হইল প্রদেয় হওয়ার বিষয়টি চাঁদাদাতাকে বা তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীগণকে অবহিত করা এবং এই বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতিতে তহবিলের সঞ্চিত অর্থ প্রদান করা;

(২) এই বিধির অধীনে যে ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করা হইবে উক্ত ব্যক্তি লুনাটিক (খঁহধঃরপ) হইলে, উহা লুনাটিককে প্রদান না করিয়া লুন্যাসি এ্যাক্ট, ১৯১২ এর অধীনে নিয়োজিত ম্যানেজারকে প্রদান করিতে হইবে;

(৩) ট্রাস্টি বোর্ডের বরাবরে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে এই বিধির অধীনে অর্থের দাবী করিতে হইবে। প্রদেয় অর্থ বাংলাদেশে এবং টাকায় প্রদেয় হইবে;

(৪) বিধি-২৩ ও ২৪ এর অধীনে চাঁদাদাতার তহবিলে সঞ্চিত অর্থ প্রদেয় হইলে, ট্রাস্টি বোর্ড প্রদেয় অর্থের যে অংশ সম্পর্কে কোন সন্দেহ বা বিরোধ নাই, তাহা দ্রুত প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন এবং যে অংশ সম্পর্কে সন্দেহ বা বিরোধ রহিয়াছে সেই অংশও একটি ন্যায় সঙ্গত সময়ের মধ্যে প্রদান করিবেন। তবে, কোন যুক্তিসঙ্গত কারন ব্যতিরেকে যাহা কোন ক্রমেই প্রদেয় হওয়ার তারিখ হইতে ৬(ছয়) মাসের অধিক হইবে না। চাঁদাদাতাকে সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বাবদ প্রদেয় অর্থ পরিশোধে বিলম্ব হইলে প্রদেয় হওয়ার তারিখ হইতে অনধিক ৬(ছয়) মাস পর্যন্ত সময়ের জন্য পূর্ববর্তী বছরে প্রদত্ত সুদের হার অনুযায়ী সুদ প্রদান করিতে হইবে।

(৫) কোন মনোনয়ন বা বৈধ মনোনয়ন না থাকার ক্ষেত্রে তহবিলে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকা বা উহার কম হইলে ট্রাস্টি বোর্ড চাঁদাদাতার উত্তরাধিকার সম্পর্কে যথাযথ তদন্ত পূর্বক তাহার নিকট দাবীদার হিসাবে অর্থ পাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন উপস্থিত উত্তরাধিকারীকে অর্থ প্রদান করিবেন;

(৬) অবসর গ্রহণের সময়ে তহবিলে সঞ্চিত অর্থ বা চাঁদাদাতার মৃত্যুতে তাহার মনোনীত ব্যক্তিকে বা উত্তরাধিকরীগণকে প্রদয়ে অর্থ হইতে যদি সরকারের কোন পাওনা থাকে, তবে তাহা কাটিয়া রাখা ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ এর ধারা- ৩(১) এর সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে। এইক্ষেত্রে পাওনা আদায়কে সেকেন্ড ট্রানজ্যাক্শন হিসাবে গণ্য করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

২৬। প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল হইতে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে বদলী।

(১) প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের চাঁদাদাতা বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ কর্মচারী (অবসর ভাতা ও অবসর জনিত সুবিধাদি) বিধিমালা, ২০১৪ প্রবর্তন হওয়ার পরে, কর্তৃপক্ষে তাহার চাকুরীর জন্য নিজ ইচ্ছানুযায়ী নিম্নের যে কোন সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন-

(ক) প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিতে পারিবেন এবং এইক্ষেত্রে তিনি কোন প্রকার পেনশন প্রাপ্য হইবেন না এবং সাধারণ ভবিষ্য তহবিলেও চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন না, অথবা

(খ) কর্তৃপক্ষে তাহার চাকুরিকে পেনশনযোগ্য চাকুরি হিসাবে গণনা করিতে পারিবেন এবং এইক্ষেত্রে তিনি প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন না। তাহার প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে সঞ্চিত চাঁদা সুদ সহ সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে এবং কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত অর্থ সুদ সহ বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ কর্মচারী (অবসর ভাতা ও অবসর জনিত সুবিধাদি) তহবিলে স্থানান্তরিত হইবে।

(২) বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ কর্মচারী (অবসর ভাতা ও অবসর জনিত সুবিধাদি) বিধিমালা, ২০১৪ প্রবর্তনের তারিখের ছয় মাসের মধ্যে চাঁদাদাতা উপবিধি-(১) তে উল্লেখিত নিজস্ব ইচ্ছা লিখিতভাবে ট্রাস্টি বোর্ডকে জানাইবেন। যদি উক্ত সময়ের মধ্যে চাঁদাদাতা নিজস্ব ইচ্ছা লিখিতভাবে ট্রাস্টি বোর্ডকে জানাইতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে চাঁদাদাতা প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছেন মর্মে গণ্য করিতে হইবে।

২৭। পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধান।

এই বিধির অধীনে তহবিলে প্রদত্ত সমুদয় অর্থ "সাধারণ ভবিষ্য তহবিল" নামের হিসাবে জমা হইবে। উক্ত হিসাবে জমাকৃত অর্থ এই বিধিমালা অনুসারে প্রদেয় হওয়ার এবং ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অবহিত করণের ছয় মাসের মধ্যে উত্তোলন করা না হইলে বৎসরের শেষে উক্ত অর্থ "রিজার্ভ" খাতে স্থানান্তরিত হইবে।

২৮। চাঁদাদাতার হিসাবের বিবরণী।

(১) বৎসর শেষে যথাশীঘ্র সম্ভব ট্রাস্টি বোর্ড প্রত্যেক চাঁদাদাতার নিকট চাঁদাদাতার তহবিলের হিসাবের একটি বিবরণী প্রেরণ করিবেন। উক্ত বিবরণীতে উক্ত বৎসরের প্রথম দিনের প্রারম্ভিক জের, বৎসরের মধ্যে জমাকৃত ও উত্তোলনকৃত অর্থ, ৩০ জুনে সুদ বাবদ জমার পরিমাণ এবং উক্ত তারিখে সমাপনী জের দেখাইতে হইবে। ট্রাস্টি বোর্ড হিসাব বিবরণীর সহিত নিম্নোক্ত তথ্যাদি সম্পর্কে জানিতে চাহিয়া অনুসন্ধানপত্র সংযুক্ত করিবেনঃ-

(ক) তিনি মনোনয়নপত্র প্রেরণ করিয়াছেন কিনা অথবা বিধি-৫ অনুসারে বা ইতঃপূর্বে বলবৎ বিধি অনুসারে প্রেরিত মনোনয়ন পত্রে কোন পরিবর্তন করিতে আগ্রহী কিনা;

(খ) পরিবারের অবর্তমানে বিধি-৫ এর উপবিধি-(১) এর বিধান অনুসারে পরিবারের সদস্য ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনয়নের ক্ষেত্রে তাহার কোন পরিবার হইয়াছে কিনা।

(২) চাঁদাদাতা বাৎসরিক হিসাব বিবরণীর শুদ্ধতার সম্পর্কে নিজে নিশ্চিত হইবেন এবং কোন ভুল পরিলক্ষিত হইলে বিবরণী প্রাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে তাহা ট্রাস্টি বোর্ডকে জানাইবেন।

(৩) ট্রাস্টি বোর্ড চাঁদাদাতার চাহিদা মোতাবেক যে বৎসরের হিসাব লিখিত হইয়াছে ঐ বৎসরের শেষ মাসের সমাপ্তিতে তহবিলে মোট সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বৎসরে একবার চাঁদাদাতাকে জানাইবেন।

২৯। তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ ।

(১) ট্রাস্টি বোর্ড তহবিলের হিসাব সংরক্ষনের উদ্দেশ্যে সকল প্রয়োজনীয় হিসাব বহি রক্ষণাবেক্ষন করিবে এবং তাহা কর্তৃপক্ষের ঢাকাস্থ দপ্তরে সংরক্ষিত থাকিবে। উক্ত হিসাবের বহিতে তহবিলের অর্থের প্রাপ্তি, অগ্রীম প্রদান ও অগ্রীমের উপর সুদ আদায় এবং চাঁদাদাতাগণের সঞ্চিত অর্থের উপর সুদ প্রদানের হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং তহবিলের প্রত্যেক চাঁদাদাতার জন্য পৃথক পৃথক ভাবে হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) তহবিলের চাঁদাদাতাদের জন্য ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমগুলি ব্যবহৃত হইবে ঃ

(১) চাঁদাদাতার আবেদন পত্র।

(২) মনোনয়ন ফরম।

(৩). ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক তহবিলের হিসাব সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত রেজিষ্টার গুলি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে ঃ

(১) ক্যাশ বহি।

(২) ব্যাংক বহি।

(৩) চাঁদাদাতার খতিয়ান বহি।

(৪) জেনারেল লেজার

(৫) অগ্রীম লেজার

(৬) প্রয়োজনীয় সাবসিডিয়ারী লেজার ।

(৪) তহবিলের দৈনন্দিন কাজ দ্রুত ও সঠিক ভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে প্রয়োজন বোধে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফরম/রেজিষ্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩০। **মৃত সদস্যের সনদপত্র ঃ**

একজন মৃত সদস্যের হিসাবের বহিতে কি পরিমাণ অর্থ তাহার অনুকুলে জমা আছে তাহা যে কোন উদ্দেশ্যেই হোক না কেন নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে প্রদান করা যাইবে।

বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ সাধারণ ভবিষ্য তহবিল।

এই মর্মে সনদপত্র প্রদান করা যাইতেছে যে, বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল এ জনাব/জনাবা .... পদবী .... বিভাগ .... সেকশন .... এর অনুকুলে......................... তারিখে আসল .... টাকা, সুদ....................টাকা সহ মোট .... টাকা (কথায়...) জমা আছে।

লিপিপদ্ধকারী ঃ

সম্পাদক
বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ সাধারণ ভবিষ্য তহবিল

পরীক্ষাকারী ঃ

....

F:\BIWTA\CPF\GPF\Constitution 4.doc

৩১। **তহবিলের পরিসমাপ্তি বা বন্ধ ঘোষণা ।**

ট্রাস্টি বোর্ড যে কোন সময় কর্তৃপক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রত্যেক চাঁদাদাতাকে ৬ মাসের লিখিত নোটিশ ব্যক্তিগতভাবে, রেজিষ্ট্রি ডাক যোগে, জানামতে সর্বশেষ কর্মস্থল অথবা কর্তৃপক্ষের নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি টানাইয়া তহবিলের পরিসমাপ্তি ও বন্ধের বিষয়ে জানাইয়া দিতে হইবে। সমস্তখরচাদি বাদে তহবিলের নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক চাঁদাদাতাকে তাহার হিসাবে জমাকৃত টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। তহবিলের বিলুপ্তির সাথে সাথে এর ধারাগুলির কার্যকারীতা বিলুপ্ত হইবে। যে মুহূর্তে কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিক ভাবে অথবা বাধ্যতামূলক ভাবে বিলুপ্ত ঘোষিত হইবে তখন স্বাভাবিক ভাবে এই তহবিলও বিলুপ্ত হইবে এবং তহবিলের সম্পত্তি এই বিধিমালা অনুযায়ী চাঁদাদাতাদের মধ্যে বন্টিত হইবে।

৩২। **তহবিল বিলুপ্তির পর চাঁদাদাতাদের মধ্যে "রিজার্ভ" খাতে জমাকৃত অর্থ বন্টন ।**

তহবিলের পরিসমাপ্তিতে প্রত্যেক চাঁদাতার পাওনা মিটাইয়া দেওয়ার পর যদি রিজার্ভ খাতে কোন অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে, তবে ট্রাস্টি বোর্ড উক্ত অর্থ চাঁদাতাদের মধ্যে তহবিলে তাদের জমাকৃত অর্থের আনুপাতিক হারে বন্টন করিবেন।

৩৩। **বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত নহে এরূপ বিষয় ।**

বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালায় সাধারণ ভবিষ্য তহবিল পরিচালনার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বিধান বা ফরম অন্তর্ভূক্ত না থাকিলে উক্ত বিষয়ে সরকারী কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধিমালা, আদেশ, নির্দেশ বা সময় সময়, এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত নিয়মাবলী অনুসরণ করিতে হইবে এবং এরূপ অনুসরণে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হইলে এতদ্‌বিষয়ে সরকারের কোন সাধারণ নির্দেশ সাপেক্ষে, ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৪। **সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিষয়ে ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সালের ১৯ নং আইন) এর প্রয়োগ।**

এই বিধির বিধানাবলী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রযোজ্য হইবে এবং উভয়ের মধ্যে কোন অসঙ্গতির ক্ষেত্রে আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৩৫। **বিধির প্রাধান্য।**

অন্যকোন বিধি, প্রবিধি, আদেশ বা নির্দেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্মচারীকে সাধারণ ভবিষ্য তহবিল সুবিধাদী প্রদানের ক্ষেত্রে, এই বিধির বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

<u>সমাপ্ত</u>

(মোঃ আবুল বাসার)
সচিব
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ
নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

মনিরুজ্জামান
সদস্য (অর্থ)
বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ

ভোলা নাথ দে
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন)

কমডোর এম মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ।

CPF\GPF\Constitution 4.doc